তারিখ ... 10 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

'শিক্ষার্থী ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহের কারণ জেন্ডার বৈষম্য'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। এটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি নানা ধরনের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও যথেষ্ট জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে ওঠেনি। ছেলেমেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশে সম-সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছর অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে ও বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। 'বেস্ট স্কুল ফর গার্লস অ্যান্ড বয়েজ : রিডিউস আর্লি ম্যারেজ অ্যান্ড ড্রপ আউট' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ মন্তব্য করা হয়েছে। গতকাল সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এ প্রতিবেদনের ওপর অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ৬টি জেলার ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও বাল্যবিয়ের কুফল থেকে সমাজকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় বলে সভায় জানানো হয়।

'স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট' আয়োজিত সভায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার। এতে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান, নারীনেত্রী অধ্যাপক হান্নানা বেগম, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্টের সহকারী পরিচালক রেহেনা খাতুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাশেদা রওনক খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের পরিচালক বিভুরঞ্জন সরকার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে ছাত্রছাত্রীদের জীবন বিকাশের পথ রুদ্ধ হচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলে ও মেয়ের জন্য সম-সুযোগ তৈরি এবং একই সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক সবার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন করা। জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা-পরিবেশ তৈরি করে ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহ রোধ করার কাজটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এটিকে সফল করে তোলার জন্য একক ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম।